আমাদের সময়

তারিখ 15 NOV 2015
পৃষ্ঠা ০২ কলাম ২

প্রাথমিক স্তর অষ্টম শ্রেণিতে উন্নীতের রূপরেখা হয়নি

এম এইচ রবিন

শিক্ষানীতি প্রণয়নের ৫ বছর পরও প্রাথমিক স্তর অষ্টম শ্রেণিতে উন্নীতের বিষয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বা রূপরেখা তৈরি করতে পারেনি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। কারিকুলাম প্রণয়নেও নেই কোনো অগ্রগতি। 'জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০' অনুযায়ী ২০১৮ সালের মধ্যে প্রাথমিক স্তর অষ্টম শ্রেণিতে উন্নীত করার কথা। কিন্তু প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এখনো জানে না কীভাবে তা করা হবে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে পর্যায়ক্রমে অষ্টম শ্রেণিতে উন্নীতকরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও সব বিদ্যালয় অষ্টম শ্রেণিতে উন্নীত করা সরকারের সামর্থ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এজন্য এ পথে আর হাঁটতে চাইছে না সরকার। বর্তমানে যে যেখান (সরকারি-বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়) থেকে অষ্টম শ্রেণি পাস করবে, সেখানে সনদের ব্যবস্থা করে শিক্ষানীতির প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের কথা চিন্তা করছে সরকার। এ বিষয়ে বিকল্প নিয়েও চিন্তাভাবনা চলছে।

শিক্ষানীতির পাঁচ বছর

শিক্ষক এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা জানান, যে বিদ্যালয়গুলোতে ষষ্ঠ শ্রেণি খোলার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, সেখানে জনবল, অবকাঠামোসহ অন্য সুবিধাদি নিশ্চিত করা যায়নি। এজন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে অষ্টম শ্রেণিতে উন্নীত করার উদ্যোগ এগোচ্ছে না। গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা জানান, শিক্ষানীতি অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডকে (এনসিটিবি) কারিকুলাম প্রণয়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এটা নিয়ে তারা কাজ করছে।

সূত্র জানায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে এ বিষয়ে সমন্বয়হীনতাও রয়েছে। প্রাথমিকে অষ্টম শ্রেণি চালুর জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কৌশল নির্ধারণে শিক্ষামন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত সমন্বয় কমিটির সভা হয় না। সর্বশেষ ২০১১ সালে কমিটির সভা হয়েছিল বলে জানান প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা।

বাংলাদেশ প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ শামসুদ্দীন

এরপর পৃষ্ঠা ৯, কলাম ৪

প্রাথমিক স্তর অষ্টম শ্রেণিতে

(শেষ পৃষ্ঠার পর) বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়কে অষ্টম শ্রেণিতে উন্নীত করলে মানসম্মত শিক্ষক আসবে, শিক্ষার মান বাড়বে। কিন্তু এ বিষয়ে সরকারের উদ্যোগ মনে হচ্ছে একটি জায়গায় এসে আটকে গেছে। যে বিদ্যালয়গুলোতে ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণি খোলা হয়েছে, সেখানে পর্যাপ্ত জনবল নিয়োগ দেওয়া হয়নি। অবকাঠামো উন্নয়ন হয়নি।

এ বিষয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান আমাদের সময়কে জানান, ২০১০ সালের শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন হলে শিক্ষার্থীরা অষ্টম শ্রেণি পাস করলেই একটি সনদ পাবে। যে যে স্কুলেই পড়ুক, আমরা ধরে নেব অষ্টম শ্রেণি আমাদের প্রাথমিকের শেষ ধাপ। আমাদের যে স্কুলগুলোতে অষ্টম শ্রেণি আছে, সেখানে আমরা সনদ দেব, অন্য স্কুলে পড়লে সেখান থেকেও সনদ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। এ জন্য স্কুল কিংবা শিক্ষক কিছুই পরিবর্তন করতে হবে না। এ বিষয়টি নিয়ে আমি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেও কথা বলেছি।

রূপরেখা প্রণয়নের বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, আলাপ-আলোচনা চলছে। শিক্ষানীতি তো একদিনে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনা করে আমরা দ্রুত রূপরেখা প্রণয়নের চেষ্টা করছি। মন্ত্রী পর্যায়ে আলাপ-আলোচনা করছি। বিষয়টি প্রাথমিক পর্যায়ে আছে। এখনো চূড়ান্ত হয়নি।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে অষ্টম শ্রেণিতে উন্নীত করার কাজ থেমে থাকবে কিনা– জানতে চাইলে তিনি বলেন, এটা থেমে থাকবে না। তবে আমরা হাজার হাজার স্কুলে তো ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি চালু করিনি। ৫০০-এর মতো বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণি চালু করা হয়েছে।

২০১৮ সালের মধ্যে শিক্ষানীতি অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন হবে কিনা জানতে চাইলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী বলেন, এখনো তিন বছর আছে। দেখা যাক।

২০১৮ সালে পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষা উঠে যাচ্ছে কিনা জানতে চাইলে মন্ত্রী বলেন, শিক্ষানীতি অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন করা হলে পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী থাকবে কি থাকবে না সেটা তখনকার সিদ্ধান্ত। আমার মনে হয়, সে সিদ্ধান্ত তখন নেওয়াই ভালো।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী, শিক্ষানীতি অনুযায়ী ২০১১-১২ অর্থবছরে প্রাথমিক শিক্ষা সংস্কারের কার্যক্রম জোরালোভাবে শুরু করার কথা। কিন্তু ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে তখনকার সাড়ে ৩৭ হাজার বিদ্যালয়ের মধ্যে ৫০৩ বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণি চালু করা হয়। জাতীয়করণের পর বর্তমানে দেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৬৩ হাজার ৮৬৪টি। ২০১৩ সাল থেকে এ পর্যন্ত মোট ৬২৭টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে ষষ্ঠ শ্রেণি খোলার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৪৯১টি স্কুল পর্যায়ক্রমে অষ্টম শ্রেণিতে উন্নীত হয়েছে। সেসব স্কুল থেকে প্রথমবারের মতো জেএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে শিক্ষার্থীরা।

২০১০ সালের ৩১ মে 'জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০' মন্ত্রিসভায় অনুমোদন পায়। এরপর ২৭ জুন জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়নে গঠন করা হয় ৩২ সদস্যবিশিষ্ট উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন জাতীয় কমিটি। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদকে প্রধান, তখনকার প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী এবং প্রতিমন্ত্রীকে সদস্য করে এ কমিটি গঠন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। জাতীয় শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণ, প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান এবং কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করার দায়িত্ব দেওয়া হয় কমিটিকে। ২০১১ সালের ২৬ জানুয়ারি শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন জাতীয় কমিটির প্রথম বৈঠকেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের কৌশল, সুপারিশ, চ্যালেঞ্জ ও সময়সীমা নির্ধারণে ২৪টি উপকমিটি গঠন করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত চালু করার জন্য গঠিত উপকমিটির আহ্বায়ক হন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব। এরপর বাস্তবায়ন কমিটির আর কোনো সভা হয়নি।

শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছে, প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ ৫ বছর থেকে বৃদ্ধি করে ৮ বছর অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হবে। এটি বাস্তবায়নে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের একটি হলো– অবকাঠামোগত আবশ্যকতা মেটানো এবং প্রয়োজনীয়সংখ্যক উপযুক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করা। প্রাথমিক পর্যায়ের সকল শিক্ষকের জন্য শিক্ষাক্রম বিস্তারসহ শিখন-শেখানো কার্যক্রমের ওপর ফলপ্রসূ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয় পুনর্বিন্যাস বাড়াতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষার এই পুনর্বিন্যাসের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ের সকল বিদ্যালয়ের ভৌত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ানো হবে। যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করে আট বছরব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন ২০১৮ সালের মধ্যে ছেলেমেয়ে, আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং জাতিসত্তা নির্বিশেষে পর্যায়ক্রমে সারা দেশের সকল শিশুর জন্য নিশ্চিত করা হবে।